এক ডজন গপ্‌পো

গীর্বাণী চক্রবর্তী

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

অভিনব চোর	৯
মুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও সবজান্তা মামা	১৩
সুমন মিত্তিরের সুমতি	১৭
সেদিন বিদিশা	২১
মামির গলাসাধা	২৮
শান্তিপুরের মাসি	৩৩
মাতাল হারু ও দাঁতাল হাতি	৩৮
মেলার সেই মেয়েটি	৪১
দীঘা বেড়াতে গিয়ে	৪৫
পুলিশ ভূতের কাণ্ড	৫৩
জব্দ হলো তুলিদি	৫৭
ভূতের সঙ্গে দেখা	৬১

অভিনব চোর

প্রায় দুই বিঘে জমির ওপর সেনদের মোটামুটি বড় বাড়ি। সামনের দিকটা দোতলা, পেছনে নারকেল, সুপারি, কলা আর লেবু গাছের বাগান। তার পাশে সারি সারি কয়েকটা ঘর। এগুলোতে ভাড়াটে আছে। দোতলাটা এমন ভাবে তৈরি যে একতলা ভাড়া দেওয়ার উপায় নেই। একতলার ঘর দিয়েই দোতলায় উঠতে হয়। কে আর এমন ঘর ভাড়া নেয়! এ জন্যে সেন গিন্নির আক্ষেপের শেষ নেই।

এককালে সেন বাড়ির বেশ নাম ডাক ছিল। কিন্তু পলাশ সেন হঠাৎ মারা যাওয়ার পর পুরো পরিবারটা খুব অর্থকষ্টে পড়ল। পলাশ সেনের খাওয়া পরার দিকে যত ঝোঁক ছিল, টাকা জমানোর দিকে তত ছিলনা। তাই মারা যাওয়ার পর দেখা গেল, ব্যাঙ্কের পাসবুকে সামান্য কয়েক হাজার টাকা পড়ে আছে। দুটোই ছেলে। বড়টা বাবার অফিসে চাকরি পেয়ে তিনমাসের মধ্যে বিয়ে করে ফেললো। অসম্ভব এক রোখা আর স্বার্থপর ছেলে। মায়ের সঙ্গে একদিন তুমুল ঝগড়া করে বউ নিয়ে উঠে গেল শ্বশুরবাড়ির কাছে। আসেওনা, বাড়িতে এক পয়সা দেয়ও না।

ছোট ছেলে অলক বেকার। বহু জায়গায় দরখাস্ত পাঠিয়ে এখন হাল ছেড়ে বসে আছে। তাছাড়া, দরখাস্ত পাঠানোরও একটা খরচ আছে। সেই টাকাও মায়ের কাছ থেকে বের করতে অলকের কালঘাম ছুটে যায়। সেদিনতো বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে দিল, একটা দুম্বো ছেলে, দরখাস্তের টাকাটাও মা'র কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হবে! দু'চারটাকা রোজগারও করতে পারিসনা!

সেন গিন্নির দজ্জাল বলে পাড়ায় বেশ অখ্যাতি আছে। ভাড়াটে এলেও তিন মাসের বেশি কেউ টিকতে পারে না। দেয়ালে পেরেক ঠুকছ কেন, বাচ্চা ফুল ছিঁড়ল কেন, বারান্দার নিচে মুখ ধোও কেন, ইত্যাদি সামান্য কারণে ভাড়াটেদের সঙ্গে বাড়িওয়ালির প্রচণ্ড লেগে যায়। ব্যস, ভাড়াটে উঠে যায়, সেন গিন্নির আয়ও কমে। আয় কমে যাওয়া মানেই মেজাজ আরও গরম। কারণে অকারণে

সেন গিন্নির মুখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বেরুতে থাকে। আর গলাও তেমনি, তীক্ষ্ণ, রসকষহীন। পাড়া প্রতিবেশী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

সেন বাড়ির আরেকটা মোটা আয় হচ্ছে দশটা গাছের নারকেল, গোটা ত্রিশেক গাছের সুপারি থেকে। আর মাঝে মধ্যে কলা আর লেবু থেকে। বকফুল আর জাম্বুরা গাছ থেকেও আয় কমনা। কিন্তু ইদানীং খুব ফ্যাসাদে পড়েছেন সেন গিন্নি। একরাতে পাঁচটা গাছের সুপারি চুরি হয়ে গেল। দুটো নারকেল গাছও সাফ। অলক খুব দৌড়ঝাঁপ করল। চেঁচামেচিও হলো একচোট। কিন্তু চুরি যাওয়া ধন কোনদিন ফিরে আসেনা। সেনগিন্নির বকরবকর বেড়ে গেল। সেইসঙ্গে ভয়ংকর সব শাপ শাপান্ত।

এর মধ্যে এক ভাড়াটের সঙ্গে ধুন্ধুমার কাণ্ড। তার জানলার পাশে কাঁচা সুপারির খোসা পাওয়া গেছে। মানে, চোর এই ঘরেই। প্রায় মারামারি হওয়ার মতো অবস্থা। ভাড়াটে নিতাইবাবু এমনিতে গোবেচারা মানুষ। কিন্তু মানহানি হলে প্রচণ্ড রেগে যান। একটা গালাগাল দিয়ে বললেন, যে আমাকে বিনা কারণে চোর বলে সে চোর। তার চৌদ্দপুরুষ চোর।

অলক মাছকাটার বটি নিয়ে তেড়ে গেল, কী, আমার মাকে এত বড় কথা! বংশ নিয়ে টানাটানি! আজ খুনই করে ফেলব।

বাড়ির ভেতরে, সামনের রাস্তায় লোক জমে গেল। অনেক গরম গরম কথা হলো। রাতটা কোনমতে কাটিয়ে নিতাইবাবু সপরিবারে অন্য বাড়িতে উঠে গেলেন।

কিন্তু চুরি বন্ধ হলোনা। দিন সাতেক বাদে আরেকটা নারকেল গাছ পরিষ্কার। পঁচিশটা লেবু (সেন গিন্নি নাকি গুণে রেখেছিলেন) আর চারটে বড় মোচা সেইসঙ্গে অদৃশ্য। সেনগিন্নির বিলাপে আর গালাগালে পাড়া ফের সরগরম হয়ে উঠল।

দ্বিতীয় ভাড়াটে ভয়ে কাঁটা। এবার বোধহয় সন্দেহের তীরটা এদিকেই ছুটে আসবে। কিন্তু তার রক্ষা কবচও আছে। পরশুদিনই কুয়োতলায় পড়ে গিয়ে নীলু বাবুর ডান হাত ভেঙেছে। সেটা প্লাস্টার করা। একহাতে নারকেল গাছে ওঠা তার পক্ষে অসম্ভব। যে চোর নারকেল নিয়েছে, সে-ই নিশ্চয় লেবু আর মোচা নিয়েছে।

এবার জল্পনা কল্পনা শুরু হলো। এরকম উৎপাত তো এ পাড়ায় ছিলনা এতদিন। অলক তিড়িং বিড়িং লাফাতে লাগল, মেরে ফেলব, খুন করে ফেলব। আমাদের পেটে লাথি। শালা চোর, তোর ঠ্যাং খুলে ঝুলিয়ে রাখব গাছের ডালে।

আমার নাম অলক সেন। রোদ বেড়ে ওঠাতে মজা দেখার লোকেরা আস্তে আস্তে সরে পড়ল। একটু পরপরই সেন গিন্নির রাগী চিৎকার শোনা যেতে লাগল। সেদিন বাড়িতে আর রান্না হলোনা। একেবারে শোকের বাড়ি যাকে বলে।

সেদিনই বিকেলে নীলু বাবুর শ্যালক তমাল এলো শিলিগুড়ি থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। ভালো ফুটবল খেলে। দারুণ স্বাস্থ্য। সব শুনে তমাল দিদিকে আশ্বস্ত করে, কিছু ভাবিসনা দিদি। আমি দিন সাতেক আছি এখানে। চোর ব্যাটাকে পাকড়াবই। তুই শুধু ফ্লাস্কে কয়েক কাপ চা ভরে দিবি আর বড় একটা গামছা কিংবা দড়ি। আর একটা কথা। আমি যে রাতে বাগানে চোর ধরার জন্যে বসে থাকব, একথা কাউকে বলবিনা কিন্তু।

পরপর দু'রাত বেদম মশার কামড় খেয়ে ভোরের দিকে ঘরে এসে শোয় তমাল। তমালের দিদি অস্থির হয়ে বলে, বাদ দে তমু, শেষমেষ জ্বরটর বাঁধিয়ে একটা কাণ্ড ঘটাবি। দ্যাখ তো, কী মশাটাই না কামড়েছে তোকে। আমরা বরং একটা বাড়িটাড়ি দেখে উঠে যাই। তুই আছিস, জিনিসপত্র নিতে সুবিধে হবে। তোর জামাইবাবুতো কিছু করতেপারবেনা। এভাবে বাড়িউলির সন্দেহের তালিকায় থাকা খুব ভয়ের, ভীষণ অপমানের ব্যাপারও।

তমাল মাথা নাড়ে, না দিদি, অত সহজে ছাড়ছিনা আমি। উঠে গেলেই হলো! এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। চোর মহারাজকে পাকড়াবই। দরকারে সাতদিনের জায়গায় দশদিন থাকব তোর এখানে। এখনও গাছে গাছে নারকেল, সুপারি, লেবু আছে। তুই একদম ভাবিসনা দিদি। আমার কিস্‌সু হবেনা।

তৃতীয় রাতেই ঘটনাটা ঘটল। অর্থাৎ, চোর পাকড়াল তমাল। হয়েছে কি, যথারীতি কালো চাদর মুড়ি দিয়ে ঝাঁকড়া দুটো লেবু গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে ছিল তমাল। একটু বুঝি তন্দ্রামতোও এসেছিল। এমন সময় খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে দেখে, হাত দশেক দূরের নারকেল গাছটাতে উঠছে একজন। আরেকজন নিচে দাঁড়িয়ে। আপাদমস্তক ঢাকা।

তাহলে চোর একজন না, দু'জন! দুটোকেই ধরতে হবে। মুহূর্তের মধ্যে নিচেরটাকে কাবু করে ফেললো তমাল। হাতমুখ বেঁধে লেবুগাছের পাশে ফেলে রাখল। একটু বাদেই গাছেরটা দড়ি ঝুলিয়ে নারকেল ফেললো। তমাল নিঃশব্দে নারকেল নামাল। তারপর আরও দু'বার নারকেল নামল। এবার ওপরের চোর বাবাজি নেমে এসে মাটিতে পা রাখতে না রাখতেই তমালের কবলে। ধ্বস্তাধ্বস্তি করে পালানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তমালের সঙ্গে শক্তিতে পেরে উঠলনা।

তমালের চিৎকারে পাড়ার লোকজন ছুটে এলো। সেনগিন্নি প্রায় উড়েই এলেন। ততক্ষণে পুরো জায়গাটা আলোয় আলোময়। গাছ থেকে যেটা নেমে এসেছে, সেটা চুরিটুরি করে। দু'একবার ধরাও পড়েছে। কিন্তু মুখ বাঁধা ওটি কে? চাদর সরাতেই দেখা গেল, সে শ্রীমান অলক সেন। ভিড়ের মধ্যে একটা বিস্ময়ের আওয়াজ উঠল।

তমালের হুংকারে অলক মাথানীচু করে বললো, আমি বেকার ছেলে। চারবছর ধরে চাকরির চেষ্টা করছি। একটা পয়সা বাড়ি থেকে পাইনা। চাইলেই মা খিচ্‌খিচ্‌ করে। বাজে বাজে কথা বলে। আমার কমসে কম একটা হাতখরচ তো লাগে। তাই এ রাস্তা নিয়েছিলাম।

পাড়ার প্রবীণ মাস্টার মশাই শান্তিবাবু চকচকে টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, নিজের বাড়িতে নিজেই চুরি করে! এমন ঘটনার কথা কোনদিন শুনিনি বাপু। কালে কালে কী হলো দেশটার!

পাশের বাড়ির রতন এগিয়ে এসে কয়েকটা চড় ঘুষি মারল চোরটাকে। চোর চেঁচিয়ে বললো, শুধু আমাকে মারছেন কেন? ওকেও মারুন। ও-ইতো আমাকে ডেকে এনেছে। আমি একাই দোষী, বাহ্‌!

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ক্যাসিয়ার সুধীররায় সেনগিন্নির দিকে তাকিয়ে বললেন, পুলিশে দিলে দু'জনকেই দিতে হবে। কি করবেন, চিন্তা করে দেখুন বৌদি।

ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের কেউ মুখ টিপে হাসছে, কেউ অবাক চোখে অলককে দেখছে। দুঃখে, অপমানে সেনগিন্নি কপাল চাপড়ে কেঁদে উঠলেন। শাপ শাপান্ত করতে গিয়ে থেমে গেলেন তখনই।

পাড়ার লোকের গুঞ্জনের মধ্যে ক্লান্ত তমাল স্তম্ভিত দিদি আর জামাই বাবুকে নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াল।....

মুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও সবজান্তা মামা

আমার মায়ের নিজের কোনো ভাই নেই। দূরসম্পর্কের এক পিসতুতো ভাই আছে, গয়েরকাটায় থাকে। তাকেই আমরা প্রাণভরে মামা ডাকি। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আর কি। মাঝেমাঝেই মামা আমাদের জলপাইগুড়ির বাড়িতে আসে। সব ক্লাসেই দু'বার একবার করে ফেল করে গেল বছর চব্বিশ বছর বয়েসে মাধ্যমিক পাশ করেছে মামা। বাবা বলেন, মুকুলের জ্ঞান মস্তিষ্কের কোষে কোষে ঠাসা। এমন জ্ঞানবান মাধ্যমিক পাশ করা ছেলে পৃথিবীতে একটাই আছে। ডুয়ার্সে থাকে বলেই ওর কিছু হল না।

বাবা বলেন বটে, কেমন করে হাসেনও যেন। মাকে আসতে দেখে তড়িঘড়ি কোনো কাজে বাইরে চলে যান। মা তাঁর এই ভাইটিকে বেশ স্নেহের চোখেই দেখেন।

মামা এমনিতে মন্দ না, এটা সেটা আনেও আমাদের জন্যে। গয়েরকাটার বিখ্যাত মিষ্টি খাইয়ে আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। চা বাগানে ওর এক বন্ধুর বাবা কাজ করেন। একদিন বড় এক প্যাকেট চা পাতিও নিয়ে এসেছিল। মামার সবই ভাল, কিন্তু সবজান্তা ভাবটাই আমাদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। প্রেসিডেন্ট বুশ রাত ক'টায় ঘুমোতে যান, অটল বাজপেয়ীর একটা বাক্য শেষ করতে ঠিক কত সময় লাগে, একজন কসাই কেন হাসে না কিংবা ওসামা বিন লাদেন এখন কোন গুহায় বসে নতুন ছক কষছে— সব তার জানা। আমরা যে কীটপতঙ্গ, পড়াশুনো কিসসু হবে না, এই ভবিষ্যদ্বাণীও মামা কয়েকদিন আগে করে দিয়েছে।

আমার ছোট বোন ঝিমলি এবার ভাল নম্বর পেয়ে ক্লাস সেভেনে উঠেছে, বেণী দুলিয়ে বলে উঠেছিল, আর যাই বল মামা, লাদেনের কথা বলো না। লোক জানাজানি হলে কোনদিন দেখবে আমেরিকার কমান্ডোরা তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে ওই গুহাটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে।

সবজান্তা মামা নাক চুলকিয়ে বলেছিল, কথাটা তুই মন্দ বলিসনি। তোর কিঞ্চিৎ ব্রেন হ্যাজ। বেশি জানার এই বিপদ, বুঝলি, অথচ আমার না জেনেও